মূল শব্দাবলীঃ
আত্ম-বিশ্লেশন
আরাফাত
কাজ
মানবগোষ্ঠী

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Khutbah
6 June 2025 / 9 Zulhijjah 1446H

আরাফাতের দিন

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي مَنَّ عَلَىٰ مَنْ شَاءَ بِحَجِّ بَيْتِهِ ٱلْحَرَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ٱلْمَقَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَخَاتَمُ ٱلرُّسُلِ ٱلْكِرَامِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱلْقِوَامِ.أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللهِ، ٱتَّقُوا ٱللهَ. قَالَ تَعَالَىٰ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার প্রতি তাকওয়া সম্পর্কে আপনারা সজাগ হোন। তাঁর ডেইয়া সকল আদেশ মেনে চলে এবং সব নিষেধাজ্ঞাগুলি ঠেকে নিজেদেরকে দূরে রাখুন। আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের অন্তরের দিকে এবং মহান তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন সে ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বুঝতে বুঝতেই আমরা যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’লার বান্দা হিসাবে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলেন যারা তাঁর করুণার ওপর নির্ভর করেন এবং তাঁর সন্তুষ্ট লাভের জন্য প্রয়াসী হন।। আ মীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত সুধী,

সিঙ্গাপুরে আজ জিলহজ্বের নবম দিন। এই দিনটিকে আরাফাতের দিন বলা হয়য়। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, আরাফাত হলো মক্কা শহরের বাইরের একটি বিশাল সমতল ময়দান - যেখানে হজ্জ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মুসলিম জনগন সম্মিলিত হন। এই সমাবেশটি হজ্জ্ব পালনের সর্বোচ্চ অবস্থান যেটা পালন করা ছাড়া হজ্জ্ব পালন ব্যর্থ হয়ে যায়। নবী করিম (সঃ) এর কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় --

الحَجُّ عَرَفَةُ

তার মানে "হজ্জ্বই হলো আরাফাত! (আত তিবিজি কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

আরাফাত এবং আরাফাতের দিন সম্পর্কে জানার পরে নবী করিম (সঃ) এর উম্মত হিসাবে আমাদের কাছে কোন দিকটি জানার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ٣

আবু হুরাইরা'র বর্ণনা মতে, আরাফাতের দিনে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শপথ নিয়েছেন।

অর্থঃ আর কসম সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার।

ইমাম আত তিরমিযীর বর্ণনামতে, আমাদের নবী করিম (সঃ) ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, সাক্ষ্যদাতার দিন হচ্ছে শুক্রবার আর যে দিনে সাক্ষ্য দেয়া হবে সেই দিনটি হবে আরাফাতের দিন।

আরেকটি হাদীসে ইমাম মুসলিম উল্লেখ করেছেন, একদা নবী করিম (সঃ) বলেছিলেনযে,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোনদিন তাঁর এত বান্দাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করেন নি যত বান্দাকে তিনি আরাফাতের দিনে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।"

আসলেও, আরাফাতের দিনকে বোঝার জন্য এই দুইটি হাদীসই যথেষ্ট।

আরাফাহ দিবসের সাথে নিবিড় সম্পর্ক আছে যে বিষয়গুলির মধ্যে

প্রথমতঃ হজ্জের নিয়ম পালনের জন্য আরাফাহর প্রান্তরে মানুষের সমবেত হওয়া

আরাফাহর মাঠে উকুফ হজ্জের নির্যাসের বা সারমর্মের প্রতীক। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মুসলমান আরাফাহর মাঠে সমবেত হন। তাঁরা সমবেতভাবে প্রার্থনার হাত তোলেন এবং আশা করেন যে তাঁদের দোয়া কবুল হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার করুণা ও ক্ষমার ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে তাঁরা তাঁদের আনুগত্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রতিটি মুহূর্তকে নিবেদিত করেন। এবং হজ্জের নিয়ম সমাপ্ত করার পর এই জনসমুদ্র চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে ফিরে যাবেন।

এই দৃশ্যের সাথে তুলনা করুন পুনরুত্থান দিবসের সমাবেশের। সেই দিন, আমাদের সবাইকে আবার জীবন দেয়া হবে এবং হাশরের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সম্মুখে দাঁড় করানো হবে। আমরা দাঁড়িয়ে থাকব এক বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে, প্রিয়জনদের জন্য উদ্বেগ দেখানোর কোন সময় আমাদের হাতে থাকবে না। বরং আমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর শাফায়েত লাভ করে দ্রুত মুক্তিলাভের আশায় অপেক্ষা করব। কিন্তু কেন?

কারণ, সেই দিন সব মানুষ দুশ্চিন্তা ও শঙ্কায় আক্রান্ত হবে এই ভেবে যে ভাল কাজ করার জন্য আর কোন সুযোগ তাদের নেই। পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ তাদের কোন উপকারে আসবে না, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেনঃ

يَوۡمَ لَا يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ٨٨ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ سَلِيمٖ ٨٩

যার অর্থঃ ‘‘সেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসিবে না – উপকৃত হইবে কেবল তারাই যারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে।’’ (সুরা আশ শু’আরা, ৮৮-৮৯)

সেই মুহূর্তে, একজন মানুষ কেবল পৃথিবীতে অবস্থানকালে কৃত কর্মফলের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। মানুষ যখন সেই বিচারের ময়দান থেকে নিষ্ক্রান্ত হবে, তাদের সামনে থাকবে দুইটি গন্তব্যের যে কোন একটিঃ জান্নাতে অনন্তকালের শান্তি অথবা জাহান্নামের আগুন। ওয়াল ইয়াদু বিল্লাহ।

দ্বিতীয়ঃ নবীজীর বিদায় হজ্জের ভাষণ যাতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল মানবকল্যাণকে সংরক্ষণ করার উপর।

আল্লাহর আশীর্বাদপ্রাপ্ত প্রিয় সুধী,

নবীজী (সঃ) হলেন আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক। আমরা সাক্ষী দেই যে তিনি আল্লাহর আস্থাভাজন ছিলেন এবং আমাদেরকে আল্লাহর উত্তম বান্দা হওয়ার পথ দেখিয়েছেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, নবীজীর (সঃ) বাণীর বিষয়বস্তু শুধুমাত্র ইবাদত বন্দেগীতে সীমাবদ্ধ ছিল না।

আরাফাহর ময়দানে দেয়া বিদায় হজ্জের বাণীতে যে বিষয়গুলি ছিল তা অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন। সেই বাণীতে মানুষের মর্যাদা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের মৌলিক নীতিগুলির ঘোষণা দেয়া হয়েছিল – রক্তের শুদ্ধতা ও সম্পত্তি, ন্যায়পরায়নতার গুরুত্ব ও নিপীড়নকে প্রত্যাখ্যান, বিশ্বাস বজায় রাখার জন্য কর্তব্যপালন, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্ক, সহিংসতার উপর ও বিভেদের উপর নিষেধাজ্ঞা, এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে মানুষের সমতার কথা স্মরণ করানো।

আসুন আমরা আমাদেরকে প্রস্তুত করি সেই দিনের জন্য যেদিন আমাদের কর্মফলের হিসাব নেয়া হবে, এবং যেদিন ভাল কাজ করার কোন সুযোগ আর থাকবে না। একই সঙ্গে, আসুন অন্যের সাথে আমাদের মেলামেশার ব্যাপারে নবীজীর শিক্ষাগুলিকে সমুন্নত রাখি। আসুন আমরা পরস্পরকে আল্লাহর পথনির্দেশনা ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সুন্নাহর কথা স্মরণ করাই এবং তা পালনের মাধ্যমে আমাদের জীবন গঠন করি।

সবশেষে, আসুন একটি দু'আর কথা ভেবে দেখি যে দু'আ আমরা প্রতিটি ইবাদতে পড়ে থাকিঃ

আসুন আমরা আমাদেরকে প্রস্তুত করি সেই দিনের জন্য যেদিন আমাদের কর্মফলের হিসাব নেয়া হবে, এবং যেদিন ভাল কাজ করার কোন সুযোগ আর থাকবে না। একই সঙ্গে, আসুন অন্যের সাথে আমাদের মেলামেশার ব্যাপারে নবীজীর শিক্ষাগুলিকে সমুন্নত রাখি। আসুন আমরা পরস্পরকে আল্লাহর পথনির্দেশনা ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সুন্নাহর কথা স্মরণ করাই এবং তা পালনের মাধ্যমে আমাদের জীবন গঠন করি।

সবশেষে, আসুন একটি দু'আর কথা ভেবে দেখি যে দু'আ আমরা প্রতিটি ইবাদতে পড়ে থাকিঃ

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সত্যই, আমার ইবাদত, আ'মল, জীবন ও মৃত্যু সবই শুধুমাত্র আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।" এটা যেন শুধুমাত্র আমাদের জিহবায় উচ্চারিত কিছু শব্দ না হয়, বরং তা হোক এমন কিছু যার জন্য আমাদের বেঁচে থাকা, যাতে আমরা প্রতিদিন যা কিছু করি তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হোক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

SECOND KHUTBAH

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Dear blessed congregation,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আসুন আমরা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আমাদের প্রার্থনার হাত দুটি তুলি সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে, গভীর আশা নিয়ে যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আমাদের সকল আর্জি গ্রহণ করেন। এটা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট তাঁর বান্দার আকুতি আর তার বান্দার যত ভুল-ভ্রান্তি থাকুক না কেন, তিনি তো সর্বশ্রোতা। আমাদের এই প্রার্থনা আমাদের গাজাবাসী ভাই-বোন্দের জন্য যাঁরা নিরন্তর সেখানে কঠিন জীবনযাপন করে যাচ্ছেন। এখন এমন একটা

সময় যখন মানুষের নিকট থেকে সেখানে যে কোন সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তখন আমরা সারা বিশ্বের অধিকর্তা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আসি- তিনি একজন যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসকের চেয়েও অধিক ক্ষমতার মালিক, যে কোন সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী, তিনি যেন গাজাবাসী ভাই-বোনদের ওপর তাঁর সাহায্যপ্রদান অব্যাহত রাখেন।

হে আল্লাহ, হে সর্বশ্রবণকারী যিনি তাঁর বান্দার প্রতিটি ফিসফিসানিও শুনে থাকেন। আমাদের আপনার ক্ষমা প্রদর্শন করুন। মূলতঃ আমরা আপনার সামান্য বান্দা যাঁরা প্রায়ই অনেককিছু ভুলে যাই এবং ভুল-ভ্রান্তি করে থাকি।আমাদের অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের পাপও ক্ষমা করবেন। জেনে করা পাপ এবং জানার বাইরে করা পাপ আপনি ক্ষমা করবেন। আপনি আমাদের সকল ছোট পাপ ক্ষমা করে দেবেন, বিশাল সমুদ্রের সমান পাপও ক্ষমা করে দেবেন। এবং এই সকল পাপ যেন আপনার প্রতি আমাদের ইবাদত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

হে আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, আমরা জানি আপনার রহমতপ্রাপ্ত বিশেষ দিনের বিশেষ মুহূর্তে আপনি আপনার সকল বান্দার মিনতির জবাব দেন, আমরা আপনার নিকট আন্তরিকতা ও নম্রতার সাথে অবনত হয়ে আপনার একটু করুণার জন্য মিনতি জানাই। হে সর্বত্তোম ক্ষমাশীল, পৃথিবীর সকল নিপীড়িত ভাই-বোনকে আপনি সাহায্য করুন, বিশেষ করে যারা গাজা এবং প্যালেস্টাইনে অবস্থিত আছেন।

হে আল্লাহ, হে মান্নান, তাঁদের ভার আপনি লাঘব করে দেন, সহিংসতা ও ক্ষতি থেকে আপনি তাঁদের রক্ষা করুন, অসুস্থ ও আহতদেরকে আপনি সারিয়ে তুলুন এবং ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে খাদ্য দান করুন।

হে মহান আল্লাহ, হে লতিফ, হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদের এই পৃথিবী আমাদের জন্য কল্যানকর হিসাবে প্রদান করেছেন,এবং পরকালেও তাঁদের জীবন কল্যাণকর করবেন এবং তাঁদেরকে আপনার জান্নাতী ভালবাসায় ঘিরে রাখবেন এবং আপনার সাহায় ও সহযোগিতায় আপনার প্রতি তাঁদের বিশ্বাসাও দৃঢ় মজবুত করুন।

ইয়া আল্লাহ। ইয়া হে দজ্জাল, ইজ্জি ওয়াসসুলতান তাঁদের সকল ভয় ভীতিকে নির্ভীকতায়, কঠিন অবস্থাকে সহজ অবস্থায়, তাদের সকল দুশ্চিন্তাগুলিকে প্রশান্তিতে এবং সকল দুঃখগুলিকে আনন্দে পরিণত করুন। আমীন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.